THE BAN LADESH OBSERVER

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং স্বাঃ অধিঃ/চিঃশিঃ/৯৫/৭৫১ তারিখ ঃ ৩০.১২.৯৫ ইং

বিষয় ঃ ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে মেডিকেল কলেজসমূহে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের ১৩টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

১। ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের অবশ্যই নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবেঃ

ক) বাংলাদেশী জাতীয়তা

খ) বাংলাদেশের যে কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা বোর্ড অথবা দেশের বাহিরের যে কোন স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন গ্রুপে এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষা এবং পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যাসহ এইচএসসি/আলীম বা সমমানের পরীক্ষায় কোন তৃতীয় বিভাগ ছাড়া উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১৩০০ নম্বর পেতে হবে এবং এইচএসসি সমমানের পরীক্ষায় জীববিদ্যায় (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক আলাদাভাবে) পাস নম্বর থাকতে হবে।

গ) যে সব প্রার্থী ১৯৯২ সালের পূর্বে এসএসসি এবং ১৯৯৪ সালের পূর্বে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারা আবেদন করার যোগ্য বিবেচিত হবে না।

২। ক) দেশের ১৩টি মেডিকেল কলেজে সর্বমোট ১৪৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী নিম্নোক্তভাবে ভর্তি করা হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, সিলেট এম, এ, জি, ওসমানী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও রংপুর মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ১৫০ জন করে এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের প্রত্যেকটিতে ৫০ জন করে সর্বমোট ১৪৫০ জন।

খ) পার্বত্য জেলা রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনের প্রার্থীদের জন্য ১২টি (প্রত্যেক জেলায় ৩ জন উপজাতীয় ও ১জন অউপজাতীয়), বৃহত্তর সিলেট জেলায় উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি ও অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের জন্য ২টি সহ সর্বমোট ১৬টি অতিরিক্ত আসন সংরক্ষিত থাকবে। তাদেরকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মত একই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে, তবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সর্বমোট ন্যূনতম ১২০০ নম্বর পেলে চলবে এবং একই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে নিজ জেলার ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধান (উপজাতীয় প্রার্থীদের বেলায়) হতে জেলা গোত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট সাথে দিতে হবে।

৩। ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচন নিম্নলিখিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে করা হবে-

ক)	ভর্তির লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ পদ্ধতি (পদার্থ-৩০, রসায়ণ-৩০, জীববিদ্যা-৩০, ইংরেজী-১০)	= ১০০ নম্বর
খ)	ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা-	= ১০ নম্বর
গ)	এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৪% = ৪০ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ৫% = ৫০	= ৯০ নম্বর
	সর্বমোট	= ২০০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ঃ এক ঘন্টা।

৪। প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর সমান হলে এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে। তাও যদি সমান হয় জীববিদ্যায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা নির্বাচন করা হবে।

৫। লিখিত পরীক্ষার নম্বর এবং এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষা প্রাপ্ত আনুপাতিক নম্বরের ভিত্তিতে মেধা অনুযায়ী ৩০০০ ছাত্র/ছাত্রীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

৬। ক) অনুচ্ছেদ ২(ক) তে বর্ণিত মোট ১৪৫০টি আসনের অর্ধেক (অর্থাৎ ৭২৫টি আসন) জাতীয় মেধাভিত্তিতে, বাকী অর্ধেক (অর্থাৎ ৭২৫টি আসন) ৬৪টি জেলার জনসংখ্যাভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী জেলা মেধাভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

খ) জেলা কোটার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে উল্লেখিত জেলার যে প্রার্থীর স্থায়ী জেলা তা স্থানীয় মেয়র/ পৌরসভার চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত কর্মকর্তা/ স্থানীয় থানা নির্বাহী অফিসার/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ সংশ্লিষ্ট জেলার কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট/ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

৭। ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরী মেধা এবং প্রার্থীর দেওয়া কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবেন তা নির্ধারণ করা হবে। আবেদনপত্রে নির্দিষ্ট কলামে প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে চান তা পছন্দের ক্রমে অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে। যদি প্রার্থী কোন কলেজে ভর্তি হতে না চান, তবে সেই ঘরে (×) চিহ্ন দিবে অথবা ঘর খালি রাখবে।

৮। ভর্তি পরী ার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষাকরণ ও ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটা র মাধ্যমে হবে। উত্তর-পত্র পরীক্ষাকরণ ওএমআর মেশিনে হবে। ওএমআর শিনে পরীক্ষাকৃত প্রাপ্ত নম্বর কোন কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। তবে পরীক্ষার াফল সম্বন্ধে আপত্তি থাকলে ফল প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিচালক মেডিকেল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকার অনুকূলে = ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরত গ্য) জমা দিয়ে স্বীয় পরীক্ষার ফলাফল নিরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। ি ক্ষা কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীর উত্তর-পত্র নিরীক্ষা করার পর ১ (এক) মা মধ্যে নিরীক্ষার ফলাফল আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হবে।

৯। বিভিন্ন বো হতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য তাদের প মত যে কোন মেডিকেল কলেজ হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ঐ ক জে জমা দিতে পারবে, তবে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে শুধুমাত্র ঢাকা বোর্ড তে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে। ঢাকা বোর্ড তে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছা করলে ঢাকা মেডিকেল ছাড়া তাদের পছন্দ অনু যে কোন মেডিকেল কলেজেও আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবে।

১০। ক) ভর্তি আবেদনপত্র ২০/- (কুড়ি) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধসাপেক্ষে নির্দি মেডিকেল কলেজ হতে সংগ্রহ করা যাবে। যে কলেজ থেকে আবে পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে সে কলেজে আবেদনপত্র যথাযথ পূরণ করে ২৩০/ (দুইশত ত্রিশ) টাকা (অফেরতযোগ্য) সেন্টার ফি সহ জমা দিতে হবে।

খ) আবে পত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিল সংযুক্ত করতে হবে ঃ

১) সএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাদ্বয়ের মার্কশীটের ত্যায়িত ফটোকপি।

২) ায়ী জেলা সম্বন্ধে ৬ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কর্মকর্তার র্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।

৩) চন কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ফটো।

৪) র্বত্য জেলা ও উপজাতীয় কোটাভূক্ত আসনের জন্য নিজ জেলার পুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধানের (উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে) র্টিফিকেটের কপি।

গ) অসম্পূ ও ভুল সম্বলিত আবেদনপত্র বাতিল হয়ে যাবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়া নির্দিষ্ট তারিখের পরে কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঘ) আবেদন ত্রের নির্ধারিত কলামে স্বীয় জেলার নাম পরিবর্তনের ও ভর্তির জন্য কলেজ ন্দের ক্রম পরিবর্তনের কোন আবেদন কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১। চূড়ান্ত ফলাফ প্রকাশের সময় জাতীয় মেধা ও জেলা কোটার ভিত্তিতে নির্বাচিত ১৪৫০ জনের লিকা জানিয়ে দেওয়া হবে। একই সাথে ২২০ জনের মেধা ভিত্তিক অপেক্ষামান ত কাও প্রকাশ করা হবে। ভর্তির নির্দিষ্ট শেষ তারিখে যেসব আসন শূণ্য থাকবে, অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধা ও কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। অ মান তালিকা হতে শূণ্যস্থান পূরণের পূর্বে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের মেধা ও ন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে।

১২। নির্বাচিত প্রার্থী । চূড়ান্ত ভর্তি সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য প ক্ষায় উপযুক্ততার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হবে। ভর্তির পূর্বে কলেজ অফিসে নিম্নলি সার্টিফিকেট ও দলিলপত্রের মূল কপি অবশ্যই জমা রাখতে হবে। অন্যথায় র্থীর নির্বাচন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

ক) এসএসসি । সমমানের পরীক্ষা পাশের মূল সার্টিফিকেট।

খ) এইচএইস বা সমমানের পরীক্ষা পাশের মূল প্রভিশনাল সার্টিফিকেট অথবা টে ানিয়াল।

গ) জেলা সং মূল সার্টিফিকেট।

ঘ) এসএসসি এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষাদ্বয়ের মূল মার্ক সার্টিফিকেট।

ঙ) পার্বত্য জে । ও উপজাতীয় কোটাভূক্ত আসনের জন্য ডেপুটি কমিশনার ও গোত্র প্রধা সার্টিফিকেটের মূল কপি।

১৩। ফরিদপুর, খুলনা, মিল্লা, বগুড়া এবং দিনাজপুর-এ অবস্থিত নূতন ৫টি মেডিকেল কলেজের ভর্তিকৃ ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় ঐ ৫টি মেডিকেল কলেজের মধ্যে শূণ্য আসন প্রাপ্তি সা কলেজের অভিপ্রায়ণ কমিটির সম্মতিক্রমে কেবলমাত্র ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ভিপ্রায়ণ করা যাবে। বাকি ৮টি পুরাতন মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী র জন্য অভিপ্রায়ণ পূর্বের মত বন্ধ থাকবে।

১৪। সংশ্লিষ্ট মেডিকেল লেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ করার শেষ তারিখে মঙ্গলবার ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং এবং ভর্তির লিখিত পরীক্ষা শুক্রবার ১লা মা ১৯৯৬ তারিখ সকাল ৯-০০ ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ র্তৃক নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় ২টি ২বি পেনসিল ও উ মানের ইরেজার এবং সার্পনার সঙ্গে আনতে হবে।

১৫। ভর্তি সংক্রান্ত যাব তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কার্যালয়ে জানা যাবে।

(অ াপক এ, কে, এম, নূরুল আনোয়ার)
পরিচালক
ি ৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ডিএফপি-৩২৯৮৪-১/১/৯ জিসি-১৮